প্রথম আলো

তারিখ ..... 9 FEB 2009
পৃষ্ঠা ...২০৯ কলাম.... ৭......

নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা

পঞ্চম দিনেও শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ, ভাঙচুর

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি ●

ময়মনসিংহের ত্রিশালে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় অচল হয়ে পড়েছে। দুই দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীরা গতকাল রোববার পঞ্চম দিনের মতো ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেন।

সেমিস্টার ফি চার হাজার টাকা থেকে কমিয়ে এক হাজার ৫০০ টাকা এবং মাসিক হল ফি ৩০০ থেকে কমিয়ে ৫০ টাকা করার দাবিতে গত বুধবার থেকে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করছেন।

শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে শনিবারের সিন্ডিকেট সভায় মাসিক হল ফি ৩০০ থেকে ২০০ টাকা করা হয়। এ ছাড়া ছয় মাসের সেমিস্টার ফি কমানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে আবেদন করার সিদ্ধান্ত হয়। গতকাল শিক্ষার্থীরা এ সিদ্ধান্ত জানতে পেরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁরা দফায় দফায় বিক্ষোভ মিছিল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের নিরাপত্তাকক্ষটি ভেঙে দেন। এরপর সকাল ১০টায় ক্যাম্পাসের ২ নম্বর ফটকে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। কাঠ ও বাঁশ দিয়ে তৈরি গেট কিছুক্ষণের মধ্যে পুড়ে শেষ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক ভবনের সামনে, বিজ্ঞান ভবন, কলা ভবন ও উপাচার্যের বাসভবনের সামনে মোট চারটি পয়েন্টে টায়ারে অগ্নিসংযোগ করেন ও প্রশাসনিক ভবনের জানালার কাচ ভাঙচুর করেন।

একপর্যায়ে ছাত্রছাত্রীরা উপাচার্যের বাসভবনের সামনে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এ সময় ত্রিশাল থানা পুলিশ ও ময়মনসিংহ থেকে দুই প্লাটুন দাঙ্গা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা মূল ফটকের সামনে মানববন্ধন তৈরি করে পুলিশকে ক্যাম্পাসে ঢুকতে বাধা দেন।

বেলা ১২টার দিকে শিক্ষকেরা ছাত্রদের শান্ত হতে বললে শিক্ষার্থীরা মিছিলসহ শহীদ মিনারে গিয়ে সমবেত হন। এ সময় অনেকের হাতে লাঠি ও রড ছিল।

সমাবেশে শিক্ষার্থীরা তাঁদের দুই দফা দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান। টানা চার ঘণ্টার সমাবেশে শিক্ষার্থীরা তাঁদের দাবির পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। এতে প্রায় ৫০ জন ছাত্রছাত্রী বক্তব্য দেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের শিক্ষক মার্জিয়া আক্তার জানান, 'সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে ছয় মাসের সেশন ফি কমানোর জন্য আবেদন করার সিদ্ধান্ত হয় এবং হল চার্জ ৩০০ থেকে ২০০ টাকা করা হয়। কিন্তু ছাত্ররা তা মানছে না। এরপর আমাদের তো কিছু করার নেই।'